সাফল্যের মুখে তিন সূনামী

শায়খ মুহাম্মদ মুজাম্মেল আল হক

প্রয়োজনের সাথে সরবরাহের মিল থাকতে হবে। চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। তা না হলে সুনামি, আর সুনামি মানেই ধ্বংস। প্রয়োজন চাহিদা আর সরবরাহের সঙ্গে সুনামির দারুণ সম্পর্ক রয়েছে।

কথায় বলে 'ভাত-কাপড়-বাসস্থান, এই তিনে মহাস্থান'। এর কোনটির অভাব হলে এ পৃথিবী আর মহাস্থান থাকে না। এতে অবস্থান সুখকর হয় না, নিরাপদ মনে হয় না। এ তিনটির অতিরিক্ত হলেও অশান্তির ঘন্টা বাজতে শুরু করে। কম বা বেশী হলে কি করতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে ইসলাম। এবাদাত শেষ করেই রুজীর সন্ধানে বের হতে বলেছে। আবার বেশী রোজগার হয়ে গেলে খরচের বেলায় সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে: এছরাফ করো না, অতিরিক্ত খরচ করো না, আল্লাহ 'এছরাফ'কারীকে মোটেও পছন্দ করেন না। (সুর আল আ'রাফ ৩১)।

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই (সুরা আস শুরা: ২৭)। শয়তান কখনই মানুষের কল্যাণ চায় না। চাইবে কেন? সে যে মানুষের আদি পিতা'কে সেজদা না করায় গজবে নিপতিত হয়েছে। জাহান্নাম তার নিশ্চিত ঠিকানা হয়ে গেছে। এ শয়তানের ভাই যে হবে, তার মধ্যে কি কোন কল্যাণ থাকতে পারে? অথচ মানুষ 'এছরাফ' করতে পছন্দ করে। অপব্যয় বন্ধ করতে পারে না। এটা যেন তার সহজাত প্রবৃত্তি। অর্থ থাকলে এ প্রবৃত্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তার প্রবৃত্তি তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, শুধু তাকেই করে না, অন্যকেও সীমাহিন ভোগান্তির সম্মুখিন করে। ধ্বংস করে প্রাণীজগত। উজাড় করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ভারসাম্যহীন করে তোলে সমগ্র পৃথিবীকে। সবকিছুকে ঠেলে দেয় নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। সে না বুঝলেও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ইসলাম ১৫ শত বৎসর পূর্বেই এ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে। আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করে, রাসুল প্রেরণ করে পরিষ্কার করে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ঐসব শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন: সবকিছুই আমার গুদামে ভরপুর। তবে যেখানে যতটুকু দেয়া ভাল সেখানে ততটুকুই দিয়ে থাকি। মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে, বেশী পেলে সে বিদ্রোহ করে, শান্তিময় প্রথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমি তার স্বভাব চরিত্রকে ভালভাবে জানি। (সুরা আল হিজ্র ২১, সুরা আস শুরা ২৯)।

আলো বাতাস, নদী নালা পাহাড় পর্বত পশুপাখী বন জঙ্গল যতটা দরকার, ঠিক ততটাই দিয়ে এ দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। বসবাসের মোক্ষম উপযোগী বানিয়েছেন। অথচ মানুষ তাদের অপব্যবহারে, ভুল কার্যকলাপের মাধ্যমে তা ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দিচ্ছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কালিমাযুক্ত করছে। ব্যালান্সকে ইম্ব্যালান্স করে চলেছে। বাতাস কলুষিত করছে। পানি দুষিত করছে। দেদারসে কার্বন নির্গমণ করে আবহাওয়া দুষিত করছে। কেমিক্যাল ওয়েষ্ট ও রিসাইকেলিং বর্জ ঢেলে নদী নালা সমুদ্রের পানি বিষাক্ত করছে। সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। জলজ সম্পদের প্রজনন কমে যাচ্ছে। মাছ ও সী-ফুডসহ সকল প্রকার জলজপ্রাণী বিষাক্ত বর্জে দূষিত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অচিন রোগ বালাই ছড়িয়ে পড়ছে। পশু পাখি মরে সাবাড় হচ্ছে। আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এন্টার্কটিকার বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটছে। নিম্নাঞ্চলীয় দেশ ও জনপদ ডুবে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। মোটকথা, প্রাকৃতির ব্যালান্সকে সম্পূর্ণ ইম্ব্যালান্স করে চলেছে। এটাই নির্ঘাৎ সুনামী। জলে স্থলে ফাসাদের নামান্তর। যে ফ্যাসাদের কথা বলে আল্লাহ পাক সাবধান করেছেন। এর ভয়ে মানুষ তাঁরই দিকে ফিরে আসবে বলে আশা পোষণ করেছেন (সুরা রুম-৪১)। আরও বলেছেন: তোমরা এসব প্রলয়ংকারী বিপদ থেকে বাঁচার উপায় বের করার চেষ্টা করবে, যে বিপদ শুধু অন্যায়কারীদেরকেই ধ্বংস করে না, বরং অন্যকেও ধ্বংস করে (সুরা আনফাল-২৫)। কিন্তু মানুষ কি তা আদৌ স্মরণ করে?

এ বিশ্বে কোরাজান একুইনোর মত অসংখ্য বিলাসি রয়েছেন, যাদের কয়েক হাজার জোড়া জুতার দরকার হয়, শত শত জোড়া পোষাক লাগে। হাজার হাজার পাউন্ডের কসমেটিক না হলে চলে না। একটির স্থলে একাধিক গাড়ী, একের বদলে দশটি বাড়ীর প্রয়োজন। শত শত সামগ্রীর সংগ্রহ ও সমারোহে আকুল থাকেন। কোনটা একবার, কোনটা দু'বার বা কোনটা একবারও ব্যবহার করেন না। অথচ প্রয়োজনের অধিক অর্থ কত বেশী শতকরা হারে বিনিয়োগ করা যায়, তার সকল পথ ও পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর থাকেন। এদের কারণেই প্রয়োজন হয় একটির স্থলে দশটি ইন্ডাস্ট্রির। এদের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হয় টাকার অংক বৃদ্ধি করার মেকানিজম। শুরু হয় এছরাফ ও সূদভিত্তিক লেনদেনের হোলী খেলা, চলতে থাকে সূদ কষাকষির প্রতিযোগিতা, যা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অত বিলাসি ছিলেন না। অধিক পরিমানে জিনিস তাদের দরকার হতো না। তাই অত ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠত না, ঈড়২ কার্বন নির্গত হয়ে বাতাসও দূষিত হতো না। বর্জ নি:সৃত হয়ে পানিও কলুষিত হতো না। রোগ বালাই তাদেরকে ছুঁতে পারত না। তাই তো তারা কতই না সুখে ছিলেন! নিরাপদ ছিলেন। বন্যা, জলোচ্ছাস, হারিকেন, সাইক্লোন, ভুমিকম্প আর সুনামির ভয়ে কম্পিত থাকতে হতো না, প্রহর গুনতে হোত না।

থেকে মুক্তির পথ কি হতে পারে, তা নিয়ে ভাবছেন। যদিও ইসলাম ১৫শত বৎসর পূর্বেই এর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। সূদের লেন্তদেন'কে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। কেন এ অপরাধ এত বড় হবে না? এটা যে সূনামীর চেয়েও কোন অংশে কম নয়!

মিলিওনিয়ার, বিলিওনিয়ার হয়েও শতকরা হারের লোভ কেউ সামলাতে পারে না। টাকা কিভাবে টাকার জন্ম দেবে, তা নিয়েই তাদের ভাবনা। তার বিলাসিতার জোগাণ কোথা হতে আসবে তা নিয়েই সকল চিন্তা। টাকায় কারো মুনাফা না হলেও শতকরা হারসহ মূলধন

> সূনামী প্রকৃতিতে নয় অর্থনৈতিক আঙ্গিণাতেও সূনামী আঘাত করছে। 'ক্রেডিট ক্রাঞ্চ'এর মত সূনামী বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন আমেরিকার অর্থনীতিতে সূনামী আঘাত হেনেছে। কথা সত্য হলেও কারণটা কি, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি, কারণ একাধিক হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এজন্য বিশেষভাবে দায়ী।

আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে স্বর্গ করেই সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন; জমিনে যা কিছু আছে সবই সুন্দর ও লোভ-নীয় করেছি, উদ্দেশ্য মানুষকে যাচাই করে দেখা, তারা কিভাবে সেসব ব্যবহার করে। (আল কাহাফ: ৭)

শিল্পবিপ্লব শুরু পওয়ার পর থেকেই লাগামহীন লোভ লালসা বেড়ে গেছে। নিজ স্বার্থকে সকলের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দেয়ার নির্মম প্রতিযোগিতা চলছে। লালসা চরিতার্থ করতে অবলীলাক্রমে অন্যকে বলীর পাঁঠা বানানো হচ্ছে। তাতেও কেউ পরওয়া করছে না। পারমানবিক বিধ্বংসি অস্ত্র তৈরীর কারখানা ও তার মওজুদ বেড়ে চলছে। মানুষ নিউক্লিয়ার প্লান্ট তৈরীর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এসবের কারণেই পৃথিবী আজ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। জনজীবন এক ধ্বংসযেজ্ঞর মুখোমুখি হয়েছে। কার্বন ও বর্জ মিশ্রিত বাতাস ও পানি, দূরারোগ্য রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করছে যার মোকাবেলায় মানুষ আহাজারি উচ্চারণ করে চলেছে। লাক্সরি আর মহার্ঘতার প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করতে না পারলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই রেহাই পাবে না, আর পাবেই বা কেন? কেউ বিলাসিতা করবে আর অন্যেরা তার খেসারত দেবে, তা হতে পারে না। "কারো স্বর্গবাস আর কারো সর্বনাস" আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।

সূনামী প্রকৃতিতে নয় অর্থনৈতিক আঙ্গিণাতেও সূনামী আঘাত করছে। 'ক্রেডিট ক্রাঞ্চ'এর মত সূনামী বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন আমেরিকার অর্থনীতিতে সূনামী আঘাত হেনেছে। কথা সত্য হলেও কারণটা কি, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি, কারণ একাধিক হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এজন্য বিশেষভাবে দায়ী।

সূদ ভিত্তিক পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিকে নাজেহাল করেছে। অর্তনীতিবীদগণ অনেক পরে হলেও তা বুঝতে শুরু করেছেন। অনেকে এ ব্যবস্থা কি করে ফেরত পাওয়া যাবে, তা নিয়েই তার পরিকল্পনা। ভিক্ষা করে হলেও ঋণগ্রহীতাকে তার এ অর্থ ফেরত দিতে হবে, তার কোন অন্যথা মেনে নেয়া হবে না। আর তাই জি-২০, জি-৮ এর মত সকল সংগঠন ও ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে, দেশী বিদেশী সরকার ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার অদম্য প্রচেষ্টা। তাদের নাকে লাগাম লাগিয়ে ঘোরানোর নির্লজ্জ প্রয়াস। এক টাকার কলম যে কিনতে পারে না, তাকে তা সাত টাকায় কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ যেন গরীবের রক্ত চূষে ধনীর উদরপূর্তির ব্যবস্থা। ফকিরের ঝুলির অর্থে তার বিলাসিতার যোগান দেযার এক অদম্য লালসা। "গরীব গোল্লায় যাক, মূলধন বৃদ্ধি পাক" এটাই যেন তাদের মূল শোগাণ।

তাদেরই গড়া ব্যংক বীমা প্রতিষ্ঠানে অগণিত বিলস্ টিটি, ডিডি, এলসি ও এলজি'র মত বেশুমার সিকিউরিটি ডকুমেন্ট উল্কার মত দুনিয়ায় উড়ছে! ঘাটে ঘাটে কমিশন লাগিয়ে 'এক'কে হাজার, 'হাজার'কে লাখে পরিণত করছে। পেপসির ফেনার মত সামান্য পেপসিকে বাবল বানিয়ে অনেক করে দেখাচ্ছে। কোন কারণে অর্থনীতির চাকায় স্থবীরতা দেখা দিলে এই বাবল্ ফাটতে শুরু করলে আসল পরিমান বের হয়ে আসে। আর তখনই "ক্রেডিট ক্রাঞ্চ" নামীয় অর্থনৈতিক মন্দা পরিষ্কার হয়ে উঠে। রিসেসনের পরে রিসেসন করেও ফায়দা হয় না। কারণ, থলের বিড়াল থলেতেই থেকে যায়। এ যে আরেক মহামারী সূনামী! অর্থনীতির পরিবর্তন না আনলে এ সূনামী থেকে কারোই শেষ রক্ষা হবে না। দূনিয়ার ব্যংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নামে মাত্র ইসলামি প্রতিষ্ঠান করেও কোন লাভ হবে না।

এ তো গেল জলবায়ুর ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সূনামীর কথা। আরও একটা সূনামী আমাদের তাড়া করছে। তা হলো, ঈমান, আক্বীদা ও আমলের সূনামী। এ সূনামী সকল আমলকে ধ্বংস করে আখেরাতে মহাভিক্ষুকে পরিণত করে। প্রথমটিকে গোবাল ওয়ার্মিং, দ্বিতীয়টাকে ক্রেডিট ক্রাঞ্চ, আর শেষেরটির নাম শিরক-বেদায়াতের সূনামী বলব। এই যে দেখুন না, খেয়াল খূশীমত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ইসলামের ব্যাখা দেয়া হচ্ছে। রকমারী চটকদার শব্দের আবরণে ইসলামের আসল চেহারা ঢেকে দেয়া হচ্ছে। কেউ কিছু বলতে চাইলে তিরষ্কার করা হচ্ছে তাকে। সমালোচনা করে গালাগাল করা হচ্ছে। উচ্চবাচ্য করলে পিঠ বাঁচানোই প্রধান লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে। আলেমের কদর উবে গেছে, আর গায়রে আলেম ইসলামের প্রবক্তা বনে যাচ্ছেন! এ যেন ডাক্তার না হয়েও রোগের প্রেসিক্রপশন দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। দলে-মতে বিভক্তির হিড়িক পড়েছে। কোন দলের তকমা লাগালে আর কথা নেই, একবাক্যে রাহবার, মুফতি, আল্লামা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাচ্ছের ও চিন্তাবীদ বনে যাচ্ছে। দলীয় মন্ত্রের রাহু মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, চোখ-কান্তঅন্তর সবই অকেজো হয়ে পড়েছে। অন্য কিছু শোনার বা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। শিরক বেদায়াত ও অনৈসলামিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদের স্থলে তথাকথিত আলেমদেরকে বক্তৃতার মঞ্চে দলীয় লায়লার গুণকীর্তনে পঞ্চমূখ দেখা যাচ্ছে। হয়তো তারা মনে করেন আজ আমি কারো দোষ ধরলে কাল সে আমার দোষ ধরবে। তাই হেকমতের লেভেল এঁটে সবকিছুই খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। এ যেন "চোরে চোরে খালাতো ভাই" এর এক নির্লজ্জ মহড়া চলছে! মনে রাখা দরকার, এতে দূনিয়া মিললেও আখেরাতে কিছুই মেলার সম্ভাবনা নাই।

রেডিও-টিভিতে চলে আজব কান্ড-কারখানা। মনে হয় যেন, ওখানে জিকিরের জলসা বসেছে! আলহামদুলিল্লাহ, সোবাহানল্লাহ, মাশাআল্লাহ, তাবারাকাল্লাহ আর ইনশাআল্লাহ'র ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসিত হচ্ছে এমনও প্রশ্ন, যা কোনই গুরুত্ব বহন করে না। সামান্য করলেও তা টিভির পর্দায় জিজ্ঞাসা করা মানানসই নয়। অজুতে কানের পিঠ মোসেহ করা লাগবে কি না, সেজদার তসবীহ কয়বার পড়া ভাল, গর্ভবতী হলে কি দোওয়া পড়তে হয়, ইত্যাদি। উত্তরদাতা সগৌরবে এসবের উত্তর দিয়ে য়েচ্ছেন। ভাবছেন, কতই না মহৎ কাজ করছেন! অথচ তিনি আসল ক্যান্সার উপেক্ষা করে চটকদার প্রলেপে ঢেঁকে রেখে উম্মাহর ইমান ও আমলের ক্যান্সার বিস্তারের সহায়তা করছেন।

এভাবেই আসল রোগের চিকিৎসা উপেক্ষিত হচ্ছে। শিরক-বেদায়াত নির্বিঘ্নে বিস্তৃত হচ্ছে। আসলে যা প্রয়োজন তা দিব্যি ঢাকা পড়ে থাকছে। জিজ্ঞাসাকারী জানেন না, কি জিজ্ঞাসা করবেন? উত্তরদাতাও জানেন না, তিনি কি উত্তর দেবেন। আবার হয়তো বা জানেন, কিন্তু সকলকে খুশী করার অঙ্গিকার নিয়ে বসেছেন বলে তা বলতে সাহস করেন না। মানুষকে খুশী করার প্রক্রিয়ায় আল্লাহ নারাজ হলে তাতে কোন পরওয়া করেন না! আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষকে খুশী করতে চাইলে যে, আল্লাহর গজব হয় বলে রাসুল সা: সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা যেন তিনি দিব্যি ভুলে গেছেন!

ঈমানে শিরক, আমলে বেদায়াত, চিন্তায় সক্রেটিস, দর্শনে কার্লমার্কস, বিশ্বাসে খাওয়ারেজ আর কালচারে সেক্যুলার, এমন অগণিত জনপদ পথহারা! জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের দিকে যাত্রা করেছে, অথচ তাদেরকে পথ দেখাতে কেউ এগিয়ে আসছে না। তাদের অভাব যেন কেউ পূরণ করার নেই। আছেন শুধু ফানাফিল্লাহর তা'লিমদাতা, জিকির আজকারের শিক্ষাদাতা, আর ইসলামি রাজনীতির ট্রেনিংদাতা। এতে কি কাজের কাজ কিছু হচ্ছে? মানুষ কি পথ হারা থেকেই যাবে না? কল্পিত জান্নাত কি শিরক বেদায়াতের সূনামীতে ভেসে যাবে না?

আগেই বলেছি, প্রয়োজন, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে মিল থাকতে হবে। চাহিদা অনুসারে যোগাণ দিতে হবে। তা না হলে সুনামী হবে। তিক্ত হলেও সত্য যে, সেরকম সুসমন্বয় কোথাও পরিলক্ষিত হচেছ না। কোথাও প্রয়োজনের চেয়ে সরবরাহ বেশী, চাহিদার চেয়ে যোগাণ বেশী। আবার কোথাও'বা চাহিদার সমমানের যোগাণও দেয়া হচ্ছে না। অপচয়, অতিরঞ্জন আর অপকথনের যাঁতাকলে সব নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা দূনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য চাই, শান্তিতে থাকতে চাই, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চাই। এ তিন সফলতার সম্মুখে যেসব কিছু পাহাড়ের মত অনড় সুনামী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সবই আগে হঠাতে হবে। নিরন্তর পদক্ষেপ নিতে হবে। রণে ক্ষান্ত দিলে চলবে না। নইলে স্বপ্ন সার্থক হবে না, তিন সুন-ামীর করাল গ্রাস থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে রক্ষা হবে না।